কুসংস্কার মেনে ফাইনালে মাঠে থাকবেন না আর্জেন্টিনা

৩-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক নেইবার
আমরা সত্য প্রকাশে বিশ্বাসী
THE DAILY NEIGHBOUR

২০২০ সালের নির্বাচনে চীনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ ট্রাম্পের

২-এর পাতায় দেখুন

রেজি ঃ ডিএ-৬১৭৬ ॥ বর্ষ-১১ ॥ সংখ্যা-১৭ ॥ ঢাকা শনিবার ১৮ জুলাই ২০২৬ ইং ॥ ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ বাংলা ॥ ৩ সফর ১৪৪৮ ॥ পৃষ্ঠা : ৮ ॥ মূল্য- ৫.০০ টাকা

দেশে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে গুরুতর অপরাধ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে গুরুতর অপরাধ। দেশজুড়েই দিন দিন অপরাধীরা বেপরোয়া উঠেছে। আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক বিরোধ, মাদক ব্যবসা ও জমিজমা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বসহ নানা কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা। এমনকি পুলিশের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এখন মাদকের বিস্তার। শহরগুলোতে সাধারণ মানুষের আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছে কিশোর গ্যাং কালচার। মূলত সামপ্রতিক সময়ে সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধীরগতির কারণে পরিস্থিতি আরো নাজুক হচ্ছে। আর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পেছনে অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা একটি বড় কারণ। বিগত জুলাই আন্দোলনের সময় বিপুল অস্ত্র ও গুলি লুট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আর এখনো উদ্ধার হয়নি একটি বড় অংশই। ওসব অস্ত্র অপরাধে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে গুরুতর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি। বর্তমানে খুনসহ গুরুতর অপরাধের উর্ধ্বগতি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া বিকল্প নেই। যদিও জুলাই আন্দোলনের সময় লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চলছে। কিন্তু তাতে আশানুরূপ সফলতা মেলেনি। এখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকাভিত্তিক সন্ত্রাসীদের ধরতে থানা-পুলিশকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে। কারণ আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক বিরোধ ও হামলা, দলীয় ও অন্তঃকোন্দল ও চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ হামলার ঘটনা ঘটছে।

সূত্র জানায়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল চার মাসে এক হাজার ১৪২টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। একই সময়ে পাঁচ ধরনের গুরুতর অপরাধে ১৩ হাজার ২২১টি মামলা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন থানায় প্রতিদিন গড়ে ১১০টি অপরাধের মামলা দায়ের হচ্ছে। বর্তমানে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যেই অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে খুনের মতো ঘটনা ঘটছে। গত ৮ জুন রাতে মৌচাক এলাকায় বিএনপির এক নেতাকে হত্যা করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে গুলি তালিকাভুক্ত এক শীর্ষ সন্ত্রাসীকে হত্যা করা। আর অতিসম্প্রতি রাজধানীর রামপুর এলাকায় নিজ বাসার সামনে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন ঢাকার আরেক সন্ত্রাসী। গত ৯ মে গাজীপুরের কাপাসিয়ার রাউৎকোনা গ্রামে তিন শিশুসহ একই পরিবারের পাঁচজনকে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। খুলনার লবণচরা থানার মাথাভাঙা এলাকার কাজীপাড়া বাজারে এক বিএনপিকে (৩৫) গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। খুলনা মহানগরে বর্তমানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদক কারবার দমনে বিশেষ যৌথ অভিযান চলমান। তার মধ্যেই প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নগরবাসীর মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। পুলিশের তথ্যানুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে খুলনা নগরে ১৭টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া সমপ্রতি রাজধানীর মতিঝিল শাপলা চত্বরসংলগ্ন জনতা ব্যাংকের সামনে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে মানি এক্সচেঞ্জের ব্যবসায়ীকে গুলি করে ১৪ হাজার ডলার ভর্তি ব্যাগ লুট করে নেয়া হয়। গত ১৩ জুন চট্টগ্রামের রাউজানের একটি বাজারের প্রকাশ্যে গুলি করে যুবদল নেতাকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। গত শনিবার চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ঘরে ঢুকে মা ও মেয়েকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায় একের পর এক আলোচিত হত্যাকাণ্ড সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়েছে।

সূত্র আরো জানায়, দেশে বিপুল অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে ধীরগতির কারণে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটছে। স্বস্তি ফিরছে না জনমনে।

(শেষের পাতায় দেখুন)

নতুন ভোটার হওয়ার সুযোগ সময় ১৫ দিন

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ফলে যেসব নাগরিক এখনো ভোটার হননি, তারা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করার সুযোগ পাবেন। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৮ বছর পূর্ণ করা নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে এ উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১০ আগস্ট খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হবে। আপত্তি ও যাচাই-বাছাই শেষে ২৭ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা গত বৃহস্পতিবার সিনিয়র সহকারী সচিব মো. রশিদ মিয়ার সই করা এক চিঠিতে

(শেষের পাতায় দেখুন)

চার ক্যাটাগরির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানি ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার নতুন হার নির্ধারণ করেছে সরকার। গত ১৫ জুলাই মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা মাসে ৩০ হাজার এবং বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকরা ২৫ হাজার টাকা করে মূল সম্মানী ভাতা পাবেন। এর মধ্যে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পঙ্গুত্বের মাত্রা অনুযায়ী 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি'ড় চার শ্রেণিতে ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নতুন এ হার গত ১ জুলাই থেকে ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। ৯৬ থেকে ১০০ শতাংশ পঙ্গুত্বসম্পন্ন 'এ' শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসে ৩০ হাজার টাকা মূল ভাতা পাবেন।

এর সঙ্গে ২ হাজার টাকা চিকিৎসা এবং ৫ হাজার টাকা খাদ্য ভাতা মিলিয়ে মাসিক নিয়মিত সুবিধা হবে ৩৭ হাজার টাকা। জীবিত 'এ' শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে অতিরিক্ত সহায়ক ভাতা হিসেবে মাসে আরো ৮ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ফলে জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি মাসে মোট ৪৫ হাজার টাকা পাবেন। তবে তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা অতিরিক্ত ৮ হাজার টাকার সহায়ক ভাতা পাবেন না।

নারী-শিশু নির্যাতন: এক মাসে হাইকোর্টের ১০ রায়

স্টাফ রিপোর্টার : নারী-শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় ডেথ রেফারেন্স ও আপিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানির পর গত এক মাসে ১০টি রায় ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

দেশে নারী শিশু নির্যাতনের কয়েকটি নির্মম ঘটনার প্রেক্ষাপটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুধু নারী-শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন (ডেথ রেফারেন্স) ও আপিল শুনানির জন্য গত ১০ জুন একটি বিশেষ হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।

এই বেঞ্চে মামলা পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবীদের নিয়ে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজলের নেতৃত্বাধীন এই টিমের আইনজীবী সদস্যরা হলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ ইমাম হোসেন তারেক ও সৈয়দ ইজাজ কবির। সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবা তাসনিম আখি, মুস্তাফিজুর রহমান মুকুল, আশরাফুল আলম, রোহানী সিদ্দীকা ও আল আমীন সিদ্দিকী।

উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রতারক হতে সতর্ক থাকার অনুরোধ সহায়তা ট্রাস্টের

স্টাফ রিপোর্টার : সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির স্কিম পরিচালকের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ফোন করে একটি প্রতারকচক্র ওটিপি ও পাসওয়ার্ডসহ অন্যান্য তথ্য চাচ্ছে বলে এমন অভিযোগ পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। এ ধরনের প্রতারণা এড়াতে উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। গত ১৫ জুলাই এ সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়েছে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির স্কিম পরিচালকের ভুয়া পরিচয় দিয়ে প্রতারকচক্র বিভিন্ন

(শেষের পাতায় দেখুন)

ক্ষমতায় যেতে জুলাই আন্দোলনকে ব্যবহার করতে চায় বিরোধীদল: মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিরোধীদল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জুলাই আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, "আমি মনে করি যে, বিরোধী দল শুধুমাত্র তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এই জুলাইকে (জুলাই আন্দোলনকে) তারা ব্যবহার করতে চায়। আমরা কিন্তু চাই না যে-জুলাই শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আরেকটা হাতিয়ারে পরিণত হোক। "আমরা যেটা বারবার করে বলে আসছি যে, জুলাইয়ের আন্দোলন শুধু ওই জুলাই মাসের আন্দোলন নয়, জুলাইয়ের আন্দোলন কিন্তু আমরা দীর্ঘকাল ধরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, প্রায় ১৮/১৯ বছর ধরে যে লড়াই হয়েছে, সে লড়াইয়ের ফলশ্রুতি হচ্ছে আমাদের এই চব্বিশের জুলাইয়ের আন্দোলন।" গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। মির্জা ফখরুল বলেন, "বিএনপি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। বিএনপির ৬০ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে, বিএনপির প্রায় ১৭০০ নেতাকর্মী গুম হয়ে গেছে। বিএনপি কয়েক হাজার মানুষ হত্যা হয়েছে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে। "সুতরাং এই কথাগুলো বারবার করে আমাদেরকে বলতে হয় এজন্য যে- অনেকে এটাকে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন।" অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ স্মরণসভা যৌথভাবে আয়োজন করে প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ রিসার্চ সেন্টার ও জাতীয় সাংবাদিক সমিতি। অনুষ্ঠান শেষে প্রয়াতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

'জুলাই সনদ নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে'

জুলাই সনদ নিয়ে বিরোধী দল জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল। তার কথায়, ''আমরা আজকে অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। আমাদের

(শেষের পাতায় দেখুন)

বন্যাদুর্গতদের সহায়তায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ অব্যাহত

----------স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিএনপি জনগণের সরকার, সবসময় জনগণের পাশে আছে এবং থাকবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে এবং বন্যাদুর্গত মানুষের সহায়তায় সরকারি ও বেসরকারি সম্মিলিত উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালী এলাকায় বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের যেসব এলাকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেসব এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জরিপ শেষে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেড়িবাঁধসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর পুনর্বাসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে তারা দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। ত্রাণ বিতরণ শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চকরিয়ার ছড়াকুল এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ, সড়ক ও বসতবাড়ি পরিদর্শন করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দুর্ভোগের কথা শোনেন পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন। এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত) এডভোকেট শামীম আরা স্বপ্না, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান, চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন দেলোয়ার সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশে নতুনভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে: ডেপুটি স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশে নতুনভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। তিনি বলেছেন, 'গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং বিরোধীদলীয় নেতার সহযোগিতায় আমরা সবাই দলের উর্ধ্বে উঠে সংসদকে কার্যকর করার প্রচেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে জনগণ যেন সব আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ভাবে আমরা সংসদ পরিচালিত করছি।' গতকাল শুক্রবার ফরিদপুরের ভাঙ্গায় তিনি এসব কথা বলেন। এদিন উপজেলা ঘারুয়া ইউনিয়নের সাউতিকান্দা গ্রামে সহপাঠী বন্ধু বাকি মাতুব্বরের বাড়িতে জুমার নামাজ ও দুপুরের দাওয়াত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তিনি। কায়সার কামাল বলেন, 'মনে রাখা দরকার, আমাদের বাংলাদেশে তিনটা অঙ্গ আছে। একটি মহান সংসদ, একটি জুডিশিয়ারি বোর্ড ও আরেকটি এক্সিকিউটিভ, এর থেকে আমরা আইন প্রণয়ন করি। এই আইনটার পাক্ষিক চলাচল করে এক্সিকিউটিভ। তিনি বলেন, 'আমরা এ তিনটা অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় করে নতুন বাংলাদেশ, আগামীর বাংলাদেশ গড়তে চাই। যে বাংলাদেশ পেতে আমাদের পূর্বপুরুষরা আত্মাহুতি দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে। যে বাংলাদেশের জন্য আমাদের ছাত্র যুবকরা ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে।' ডেপুটি স্পিকার বলেন, 'অনেক মানুষ খুন হয়েছিল, গুম হয়েছিল, নিহিত হয়েছিল, ক্রসফায়ারে গিয়েছিল। সেই আকাঙ্ক্ষিত নতুন বাংলাদেশ গড়তে আমরা সংসদের পক্ষ থেকে সবার সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা যেন একটু ধৈর্যের পরিচয় দিই। বাংলাদেশে নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই গণতন্ত্র হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে গেলে জনগণেরও সেখানে সহনশীলতা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে। সবাই মিলে আমাদের বাংলাদেশ,

(শেষের পাতায় দেখুন)

'বন্যাকবলিত কৃষকদের বীজ-চারা, ১৫ দিনে গবাদিপশুর শতভাগ টিকাদানের আওতায় আনা হবে'

স্টাফ রিপোর্টার : কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাঁচ জেলার কৃষকদের ধানবীজ ও চারা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শতভাগ গবাদিপশুকে টিকার আওতায় আনা হবে। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারীতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, মৎস্যচাষি ও খামারিদের মাঝে ধানবীজ, কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং গবাদিপশুর টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ জেলার শতভাগ গবাদিপশুকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে খুরা রোগ (এফএমডি) প্রতিরোধী টিকার আওতায় আনা হবে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত চাষাবাদে ফিরিয়ে আনতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, চলমান বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ধানের বীজতলা। বন্যার পানি আসার আগেই কৃষকরা বীজতলা প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পানির নিচে থাকায় চারার উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইউনিয়ন ও

(শেষের পাতায় দেখুন)

সাংবাদিকদের ওপর গুলিবর্ষণ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আঘাত: টিআইবি

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনায় পেশাগত দায়িত্ব শেষে একসঙ্গে বসে থাকা সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনাকে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও উন্মুক্ত গণমাধ্যমের ওপর আঘাত হিসেবে উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। একই সঙ্গে ঘটনার দ্রুত, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে হামলার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। গত বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি এ উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, হামলাটি কোনো নির্দিষ্ট সাংবাদিক বা বিশেষ কোনো প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে হয়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সাংবাদিকদের ওপর সশস্ত্র হামলা নিঃসন্দেহে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের ওপর আঘাত। তিনি বলেন, কোনো ধরনের প্রভাব বা কালক্ষেপণ ছাড়াই নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হামলাকারী, পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশদাতাদের শনাক্ত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। শুধু মামলা দায়ের করাই যথেষ্ট নয়; হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেসব প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় অতীতের অনেক ঘটনার মতো এটিও বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী হামলার শিকার সাংবাদিকরা প্রথমদিকে মামলা করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বিষয়টিকে উদ্বেগজনক উল্লেখ করে টিআইবি বলেছে, এটি সাংবাদিকদের মধ্যে বিরাজমান ভীতির সংস্কৃতি,

(শেষের পাতায় দেখুন)

কেন্দ্রে ঘাড় ঘোরাতে দেয়নি, এইটা আন্দোলনের সাবজেক্ট হলো: বিদ্যুৎমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। তিনি বলেছেন, আমাদের সময়ও পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছি। পরীক্ষার হলে ঘাড় ঘোরাতে দেয় না- এটা কি আন্দোলনের বিষয় হলো? গতকাল শুক্রবার দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ইউনিয়নে স্প্রে মেশিন, নলকূপ, সেলাই মেশিন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি

(শেষের পাতায় দেখুন)

সমুদ্রবন্দরগুলোতে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত বহাল

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি দুর্বল হয়ে বর্তমানে উত্তর উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন বিহার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় লঘুচাপ হিসেবে অবস্থান করছে।

এর প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্রবন্দর, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

যুদ্ধের আগুনে মধ্যপ্রাচ্য

বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থনীতি চরম ঝুঁকিতে

স্টাফ রিপোর্টার : মধ্যপ্রাচ্যে আবারও যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি ও কূটনৈতিক আলোচনার আশা ভেঙে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে শুরু হয়েছে হামলা-পাল্টা হামলা। সংঘাত এখন শুধু সামরিক ঘাঁটিতে সীমাবদ্ধ নেই; হামলার লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বন্দর, সেতু, রেলপথ, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক অবকাঠামো। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালি ও লোহিত সাগরের মতো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ও বাণিজ্যপথ ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন অনিশ্চয়তা।

ইরানের অবকাঠামোতে টানা মার্কিন হামলা

গত কয়েক দিনে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের সিরিক, বুশেহর, বান্দার আব্বাস ও ইরানশাহরসহ বিভিন্ন এলাকায় মার্কিন হামলার খবর পাওয়া গেছে। ইরানি কর্তৃপক্ষের দাবি, এসব হামলায় সেতু,

(শেষের পাতায় দেখুন)

Neighbour Development Foundation
NDF
(Reg. S-9479/09)
Public Media & Human Rights Organization

দৈনিক নেইবার
আমরা সত্য প্রকাশে বিশ্বাসী
THE DAILY NEIGHBOUR
ঢাকা শনিবার ১৮ জুলাই ২০২৬ ইং ॥ ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ বাংলা

আলহাজ্ব কাজী আমেনা আকবর ফাউন্ডেশন
AL-HAJ KAZI AMENA AKBAR FOUNDATION
Public Media & Human Rights Organization

পুরোনো নথি থেকে আ.লীগ সরকারের ছবি-লোগো সরানোর সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পুরোনো নথিতে থাকা ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কার ছবি ও লোগোসম্বলিত নথি কাভার পরিবর্তন করে নতুন নথি কাভার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দাপ্তরিক গোপনীয়তা নিশ্চিত করা, ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার করা, নতুন শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন, অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদারে একাধিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জুন মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

গত ২৫ জুন সকালে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সচিব মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জানানো হয়, দাপ্তরিক কাজের গোপনীয়তা এবং কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০২৪ অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্মকর্তা নথির তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে নথি ও পত্র আদান-প্রদানসহ সব কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং নথি-পত্র আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মুভমেন্ট রেজিস্টার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

আদালতে মূল নথি পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নথির একটি ছায়ালিপি সংরক্ষণ করবেন এবং আদালত থেকে যথাসময়ে মূল নথি ফেরত আনার ব্যবস্থা নেবেন। এ ছাড়া সিসি ক্যামেরার মনিটরিং জোরদার করে মাসিক ফুটেজ সিডিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের সব শাখা ও অধিশাখার নথিতে সচিবালয় নির্দেশমালা-২০২৪ অনুযায়ী ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

একই সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সব দপ্তর ও সংস্থাকেও ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহারের নির্দেশ দিতে হবে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পুরোনো নথিতে থাকা বিগত সরকারের সময়কার ছবি বা লোগোযুক্ত নথি কাভার পরিবর্তন করে নতুন নথি কাভার ব্যবহার করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের একগুচ্ছ প্রশাসনিক নির্দেশনা পুরোনো নথির কাভার পরিবর্তন, সব শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন, অডিট আপত্তি ও বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং দাপ্তরিক নিরাপত্তা জোরদারে নতুন সিদ্ধান্ত । ফাইল ছবি

এ ছাড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্বে শাখাগুলোর আমানতের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সব শাখার রুম খোলার তালা খোলার বিষয়টি প্রশাসন অনুবিভাগ পর্যালোচনা করবে।

সভায় জানানো হয়, নথির নিরাপত্তার স্বার্থে সব শাখায় উপযুক্ত স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪-এ চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোতে উপযুক্ত স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে।

২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগী ৮৭৩, মৃত্যু এক

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে সন্দেহজনক হামরোগীর সংখ্যা ৮৭৩ জন। একই সময়ে সন্দেহজনক হামে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১৭ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হামরোগীর সংখ্যা ৮৭৩ জন এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত সন্দেহজনক হামরোগীর সংখ্যা এক লক্ষ ১৬ হাজার ১১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ১৪০ জন, গত ১৫ মার্চ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ১৪ হাজার ২৪৪ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৯৮ হাজার ৬০০ জন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৯৫ হাজার ৩১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় হাম সন্দেহে এক জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত সন্দেহজনক হামে মোট ৬৮৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু হয়নি এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সাংহাইয়ে ওয়ার্ল্ড এআই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন ডাক ও আইসিটি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।

সাংহাইয়ে ওয়ার্ল্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম চীনের সাংহাইয়ে শুরু হওয়া চার দিনব্যাপী 'ওয়ার্ল্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কনফারেন্স (ডব্লিউএআইসি)-২০২৬'-এ যোগ দিয়েছেন।

১৭ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার (১৭ জুলাই) চীনের সাংহাই শহরে জাঁকজমকপূর্ণ এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বনেতাদের মধ্যে কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘ (ইউএন) মহাসচিব বক্তব্য প্রদান করেন। তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার ও এর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সম্মেলনের অংশ হিসেবে আজ শনিবার (১৮ জুলাই) এআই শাসনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সহযোগিতা বা 'হাই-লেভেল মিটিং অন গ্লোবাল কো-অপারেশন ইন এআই গভর্ন্যান্স' শীর্ষক একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। সেখানে তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরবেন।

বন্যার কারণ নিয়ে সমন্বিত তদন্ত চলছে, ভবিষ্যত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যবস্থা নেয়া হবে : অর্থমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ চট্টগ্রামে ভয়াবহ বন্যার কারণ প্রসঙ্গে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে সমন্বিতভাবে তদন্ত চলছে। কোথাও রেললাইন, কোথাও অপরিকল্পিত স্থাপনা কিংবা পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা বন্যার কারণ হতে পারে। একইসঙ্গে অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাতও এ বন্যার অন্যতম কারণ। সব বিষয় পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের ডলু খালের ভাঙ্গন পরিদর্শন ও বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা প্রাথমিক হিসেবে প্রায় ৭ লাখ জানিয়ে মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ৪০ হাজার পরিবারকে চাল, ৭৫ হাজার পরিবারকে চাল-ডালসহ শুকনা খাবার এবং ৪০ হাজার পরিবারকে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, এখন শুধু ত্রাণ নয়, পুনর্বাসন কার্যক্রমও একসঙ্গে চলছে। যাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য টিন সরবরাহ করা হচ্ছে। কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বীজ, সারসহ প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ দেওয়া হবে, যাতে তারা দ্রুত চাষাবাদে ফিরতে পারেন। বন্যায় অনেক সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগকে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূল্যায়ন শেষে দ্রুত মেরামত কাজ শুরু হবে। বিশেষ বরাদ্দের বিষয়ে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন শেষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং ভবিষ্যতে বন্যার ক্ষতি কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একইসঙ্গে পুনর্বাসন কার্যক্রমও শুরু হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, চট্টগ্রাম-১৫ আসনের এমপি আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৯ আসনের এমপি আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম-৮ আসনের এমপি এরশাদ উল্লাহ।

দেশে যত গন্ডগোল হয় সবকিছুর 'রিমোট কন্ট্রোল দিল্লিতে': গোলাম পরওয়ার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে যত গন্ডগোল পাকানো হয়, তার সবকিছুর 'রিমোট কন্ট্রোল দিল্লি' থেকে করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, "দেশের রাজনীতির যত গন্ডগোল পাকানো, জুলুম করানো, কে ক্ষমতায় যাবে আর যাবে না, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি-সবকিছুর রিমোট কন্ট্রোল তো উনারা (দিল্লি) করেন।" গতকাল শুক্রবার দুপুরে নরসিংদী শিশু একাডেমি মিলনায়তনে সদস্য (রুকন) সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে গোলাম পরওয়ার বলেন, "জেনেভা কনভেনশন আইন, বন্দি বিনিময় আইন, সমস্ত কিছুকে লঙ্ঘন করে দিল্লি একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে (শেখ হাসিনা) সকল প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার ও আরাম-আয়েশে থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে।

"আমি মনে করি, আমরা সব প্রতিবেশীর সঙ্গে যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই, তেমনি দেশের স্বার্থে ন্যায্য সম্পর্ক চাই। কিন্তু একের পর এক একটা দেশের রাজনীতি, সরকার এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি পদক্ষেপ নিলে দেশের জনগণ তো সেটা পছন্দ করে না।" শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে জামায়াত নেতা বলেন, "ট্রাইব্যুনালে বিচার হচ্ছে, আইন আছে, সরকার আছে- তারাই শেখ হাসিনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। জনগণেন চাওয়া অনুযায়ী আমরা এই সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিয়েছি।

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি ৯৪

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। তবে একই সময়ে নতুন করে ৯৪ জন ডেঙ্গুরোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, নতুন ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৫ জন এবং বরিশাল বিভাগে ১০ জন রয়েছেন। চলতি বছরের ১৭ জুলাই পর্যন্ত দেশে মোট ৯ হাজার ৭৭০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ে ডেঙ্গুতে মোট ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ৮২৬ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৯১২ জন ডেঙ্গুরোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ১ লাখ ২ হাজার ৮৬১ জন এবং মারা যান ৪১৩ জন। এর আগের বছর ২০২৪ সালে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন, মৃত্যু হয় ৫৭৫ জনের। আর ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে রেকর্ড ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন আক্রান্ত হন এবং প্রাণ হারান ১ হাজার ৭০৫ জন।

নতুন ভোটার হওয়ার সুযোগ

(প্রথম পাতার পর)

জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০০৮ সালের ৩১ জুলাই বা তার আগে জন্মগ্রহণকারী যেকোনো ব্যক্তি আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদন করলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া ৯ আগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তালিকাটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসে প্রদর্শন করা হবে। তালিকায় নাম বাদ পড়া বা তথ্যে কোনো ভুল থাকলে সংশ্লিষ্টরা ২৪ আগস্ট পর্যন্ত নতুন করে অন্তর্ভুক্তি বা তথ্য সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন। এরপর ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ জানিয়েছেন, আগামী অক্টোবর থেকে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে কমিশনের। বর্তমানে দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা ১২ কোটি ৮৩ লাখ ২৩ হাজার ২৪০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৭৩১ জন, নারী ভোটার ৬ কোটি ৩১ লাখ ৯ হাজার ২৬৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১ হাজার ২৪৩ জন।

দেশে আশঙ্কাজনকভাবে

দিন যতোই গড়াচ্ছে অপরাধীরা ততোই বেপরোয়া হয়ে উঠছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের মব সন্ত্রাস এখন ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা দিয়েছে।

অথচ সামনেই স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচন। সেক্ষেত্রে এখনই অপরাধীদের লাগাম টেনে না ধরলে ওসব নির্বাচনের সময় অবৈধ অস্ত্রধারীরা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কারণ নির্বাচনে প্রভাবশালী প্রার্থীরাও নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করতে অপরাধীদের ব্যবহার কতে পারে।

এদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতাও অপরাধ বাড়ার মূলে রয়েছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা পর্দার আড়ালে থেকে সহযোগীদের পরিচালনা করছে। তাদের হাতে কয়েক হাজার অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী জামিন পাওয়া ওই শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেকেই দেশের বাইরে পালিয়ে যায়। আবার তাদের কেউ কেউ এরই মধ্যে দেশে ফিরেছে। আবার অনেকেই চেষ্টা চালাচ্ছে দেশে ফেরার। তাদের বাইরে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে গ্রেফতার না হওয়ারা রাজধানীর মতিঝিল ও রামপুরাসহ আরো কয়েকটি এলাকায় ব্যাপকভাবে চাঁদাবাজি শুরু করেছে। তালিকাভুক্ত ওসব সন্ত্রাসী এখন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে অপরাধ জগৎ আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করছে।

ক্ষমতায় যেতে জুলাই

বিরোধীদল থেকে বলা হচ্ছে, 'জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি সংসদে আদায় না হলে রাজপথে ফয়সালা হবে'। "আমার কাছে মনে হয়, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। জুলাই সনদ আমরা স্বাক্ষর করেছি একসাথে। যে সমস্ত দল আমরা আন্দোলন করেছি একসাথে, তারা সবাই স্বাক্ষর করেছি। জুলাই সনদে প্রতিটি অক্ষর আমরা বারবার করে বলছি যে, আমরাই বাস্তবায়িত করব এটাতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।" গণভোট প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, "যে গণভোটের কথা বলা হচ্ছে, সেই গণভোটের একটা অংশে তো আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই হয়নি। আমরা বারবার করে যে কথা বলতে চাচ্ছি যে, আমরা উচ্চকক্ষে অনুপাতিক হারে ভোটে যে প্রতিনিধিত্ব হবে-সেই বিষয়টাতে আমরা কখনোই একমত হইনি এবং সে সময়ে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম আমি নিজেই যে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সেই সংস্কার কমিশন-রিফর্ম কমিশন তারা যে কথাগুলো সেদিন যেভাবে নিয়ে এসছেন আমাদের কনসেন্ট ছাড়া তারা নিয়ে আসছেন। "জুলাই সনদের বইটা যদি আপনারা পড়েন, সেখানে প্রতিটি জায়গায় বলা আছে যে-যে দল নির্বাচিত হবে, তারা তাদের ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী সেটাকে বাস্তবায়ন করবে। আমরা বারবারই এই কথা বলে এসেছি এবং উই আর কমিটেড। "আমরা ৩১ দফাতে যেমন কমিটেড, ঠিক তেমনইভাবে আমরা কমিটেড হচ্ছি জুলাই সনদ বাস্তবায়নে। কিন্তু সেটা আমরা যেভাবে চেয়েছি, সেভাবে আমরা বলছি। এখানে বিরোধী দল সম্পূর্ণভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে, 'আমরা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে চাই না'।" জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বিরোধীদলের নেতা শফিকুর রহমান বলেন, "জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি সংসদে আদায় না হলে রাজপথে ফয়সালা হবে। গণভোটের রায় মেনে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে হবে। সংবিধানে সংশোধনের নামে কোনো ভাঁওতাবাজি জনগণ মনে নেবে না।"

সাংবাদিকদের ওপর

নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রতিশোধমূলক হামলার আশঙ্কার প্রতিফলন। একই সঙ্গে কার্যকর তদন্ত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা ও আন্তরিকতার প্রতিও আস্থার সংকট রয়েছে। টিআইবির মতে, গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিদ্যমান প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রেক্ষাপটে হামলাকারীদের শনাক্ত করা অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। তাই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রতিটি হামলার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত, বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

কেন্দ্রে ঘাড় ঘোরাতে

এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আন্দোলনের প্রসঙ্গে আরও বলেন, এই বিষয়টিও আমরা দেখছি। কারও না কারও সন্তানই এসব করছে। শিক্ষামন্ত্রী একটা ভালো পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চান, যাতে কেউ নকল করে পাস করতে না পারে এবং শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার মধ্যে থাকে। এজন্য তিনি খারাপ হয়ে গেলেন? এখন নাকি তার পদত্যাগ করতে হবে। বিদ্যুতের দাম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, যারা মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাদের বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়নি। কারণ গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ পরিবার ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না। প্রান্তিক মানুষ যেন কষ্ট না পায়, সেটিই আমরা বিবেচনায় রেখেছি।

তিনি বলেন, গত ৬ মাসে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন সকাল ৯টার ১০ মিনিট আগে সচিবালয়ে পৌঁছান। ফলে ৯টার মধ্যেই কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন। জাতিকে পুনর্গঠন করাই প্রধানমন্ত্রীর বড় চ্যালেঞ্জ। মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্যেই ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড চালু করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন। সৌরবিদ্যুতের জ্বালানির কোনো খরচ নেই। এর ফলে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি আমদানি কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশে

আমাদের মতো গড়ে তুলব।' এসময় ফরিদপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেন, 'ডেপুটি স্পিকারের সফরটি অন্য কোনো সফর নয়, পুরোটাই ব্যক্তিগত। একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা সেটা কোনো বিষয় নয়, ডেপুটি স্পিকার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। এটা একটা ব্যাপার, রাষ্ট্র সরকার সংসদ এটাও একটা ভিন্ন ব্যাপার। সংসদকে তিনি সরকারি দল ও বিরোধীদলকে নিয়ে চমৎকারভাবে পরিচালনা করছেন। সারা দেশে সংসদ পরিচালনার বিষয় তিনি প্রশংসায় ভাসছেন, আমাদেরও ভালো লাগছে।'

বিশ্ব বাণিজ্য ও

হামলা চালানো হবে।

তেহরানের কঠোর হুঁশিয়ারি

এর জবাবে কঠোর অবস্থান নিয়েছে তেহরান। ইরানের খাতাম আল-আম্বিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের মুখপাত্র ইব্রাহিম জোলফাঘারি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি অবকাঠামোতে হামলা বাড়ায়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোও ইরানের হামলা থেকে রক্ষা পাবে না। তার ভাষায়, হরমুজ প্রণালি ইরানের 'অলঙ্ঘনীয় লাল রেখা' এবং সেখানে কোনো বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। ইসলামাবাদ সমঝোতা চুক্তি থেকে সরে গেলো ইরান

ইরান শুধু হরমুজ নিয়েই কঠোর অবস্থান নেয়নি, বরং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ইসলামাবাদ সমঝোতা চুক্তি থেকেও সরে এসেছে। দেশটির উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি জানিয়েছেন, জাতীয় নিরাপত্তা এবং হরমুজ প্রণালিতে সার্বভৌম অধিকার রক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লোহিত সাগরেও কি ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধ?

যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের বিদ্যুৎ অবকাঠামোয় হামলা চালায়, তাহলে লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন রুট বন্ধের জন্য ইয়েমেনের হুথি আন্দোলনকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে তেহরান। যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি, তবু এমন সম্ভাবনাই বিশ্ববাজারে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি

এতে বক্তব্য দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবিএম খালিদ হাসান। মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, জুলাইয়ের শ্লোগান ছিল 'লাখো শহীদের রক্তে কেনা দেশটা কারও বাপের না'। যারা দেশকে নিজের বাপের সম্পত্তি ভাবতে শুরু করবে, তাদের বিরুদ্ধে জুলাই আমাদের আজীবন পথ দেখাবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে নানা প্রশ্নের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, অনেকে প্রশ্ন করেন, জুলাই আমাদের কী দিয়েছে? এই প্রশ্ন অবশ্যই আসবে, বারবার আসবে। আমাদেরও বারবার এর উত্তর দিতে হবে। আমরা কী চেয়েছিলাম, আর কী পেয়েছি-সেটি মিলিয়ে দেখতে হবে। জুলাইয়ের পর বিএনপি ও জামায়াত তাদের সবকিছুই অর্জন করেছে বলে উল্লেখ করে এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তি, তারেক রহমানের দেশে ফেরার সুযোগ সৃষ্টি, লাখ লাখ নেতা-কর্মীর মুক্তি, জামায়াত-শিবিরের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রাজনীতির অধিকার ফিরে পাওয়া এবং নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াতের ভালো ফলাফল-এসবই তাদের প্রাপ্তির অংশ।

'বন্যাকবলিত কৃষকদের বীজ

ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজন অনুযায়ী বীজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, যেসব কৃষকের বীজতলা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের হাতে দ্রুত বীজ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আর যাদের জমি এখনও পানির নিচে রয়েছে এবং এখনই বীজ বোনার সুযোগ নেই, তাদের জন্য সরকারি উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে বিকল্প বীজতলা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে উৎপাদিত চারা ১৫ থেকে ২০ দিন পর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যাতে পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা রোপণ করতে পারেন। গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, বন্যার পর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি হয় খুরা রোগ (এফএমডি) ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের। তাই আজ থেকেই বন্যাকবলিত পাঁচ জেলায় ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শতভাগ গবাদিপশুকে টিকার আওতায় আনা হবে। তিনি জানান, বন্যার কারণে সৃষ্ট গোখাদ্যের সংকট মোকাবিলায় প্রথম ধাপে ৩৫ লাখ টাকার গোখাদ্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আরও সহায়তা দেওয়া হবে।

উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীসহ

ব্যক্তির কাছে ফোন করে ওটিপি ও পাসওয়ার্ডসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চাচ্ছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ধরনের সন্দেহভাজন ফোনের বিপরীতে কোনো ধরনের তথ্য বা ওটিপি প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হলো। এতে আরও জানানো হয়, ট্রাস্টের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছ থেকে কোনো ধরনের ওটিপি জানার জন্য যোগাযোগ করেন না। সব উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানরা যাতে কোনো ওটিপি বা পাসওয়ার্ড এবং উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কোনো তথ্য অন্য কারও কাছে প্রদান বা হস্তান্তর না করেন সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী জহিরুল ইসলাম (বাবুল) , নির্বাহী সম্পাদক : কাজী জাহিদুল ইসলাম (প্রিন্স), সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : পল্টন চায়না টাউন, স্যুট ৯/৮, লেভেল-৯, পশ্চিম ভবন (৯ম তলা) ৬৮ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
প্রিন্স মিডিয়া লি: কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরীয়তপুর প্রিন্টিং প্রেস ২৮/১বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। মোবাইল-০১৭১৬-৩৬৬০৬১,০২-২২২২২২৫৯৭৩ ফ্যাক্স: ০২-৪৮৩১৮১৬২ E-mail : dailyneighbour@gmail.com. www.dailyneighbour.com

ভারতে মহাকাশ সংস্থার শতাধিক বিজ্ঞানীর গণপদত্যাগ

লাগাম টানছে ইসরো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

মহাকাশে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতির মধ্যেই বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। গত কয়েকমাসে একের পর এক পদত্যাগ করেছেন ইসরোর ১০০ জনের বেশি বিজ্ঞানী। লাগাম টানতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিভাগ।

বিজ্ঞানীদের গণপদত্যাগ ও আগাম অবসর ঠেকাতে চাকরি ছাড়ার নিয়ম কঠোর করেছে ভারতের মহাকাশ বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব স্পেস বা ডিওএস)। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি লিখেছে, ১৪ জুলাই ইসরোর প্রধান গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে এই সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

মূলত বেঙ্গালুরুর ইউআরএসসি এবং তিরুঅনন্তপুরমের ভিএসএসসির মতো বড় ইসরো সেন্টারগুলোতে বিজ্ঞানীদের চাকরি ছাড়ার হিড়িক লক্ষ্য করার পরই এই কড়াকড়ি শুরু হল।

এনডিটিভি-র হাতে আসা ওই সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গগনযানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিশনে যুক্ত গ্রুপ 'এ' শ্রেণির বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি কর্মীরা চাইলেই এখন আর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পদত্যাগ বা স্বেচ্ছায় অবসর নিতে পারবেন না। কারণ, এই প্রবণতা জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী বা তার নিচের পদের কোনও কর্মী চাকরি ছাড়তে চাইলে সেই আবেদন সরাসরি কেন্দ্রের পরিচালকদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মহাকাশ বিভাগে পাঠাতে হবে।

এতদিন ইসরোর বিভিন্ন সেন্টারের পরিচালকরাই বিজ্ঞানীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে পারতেন। নতুন নির্দেশিকায় তাদের সেই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে কোনও বিজ্ঞানী পদত্যাগ করতে চাইলে এ বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবে ভারতের কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিভাগ (ডিওএস)।

ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার (ইউআরএসসি) ও বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি) ছাড়াও সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার (এসডিএসসি) এবং লিকুইড প্রপালশন সিস্টেম সেন্টারসহ (এলপিএসসি) বেশ কয়েকটি ইসরো সেন্টারে ইতোমধ্যে এই নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার' প্রতিবেদন বলছে, গত কয়েক মাসে ১০০ থেকে ১২০ জন বিজ্ঞানী ইসরো ছেড়েছেন। ৮০ জন পদত্যাগ করেছেন বেঙ্গালুরুর ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার থেকে।

তিরুঅনন্তপুরমের বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার থেকে পদত্যাগ করেছেন ২০ জন বিজ্ঞানী। খাতায় কলমে এই সংখ্যা আরও বেশি। আরও বেশ কয়েকজনের পদত্যাগপত্র জমা পড়েছে। এখনও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি তাদের। পদত্যাগের হিড়িকে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি এসেছে জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ভিক্টর জোসেফ টি-এর পদত্যাগে। তিনি ভিএসএসসির 'জিএসএলভি এমকে ৩' প্রকল্পের প্রজেক্ট পরিচালক ছিলেন। গগনযান মিশনে ব্যবহার করা হবে এমন একটি রকেট (এলভিএম৩) প্রকল্পের প্রধান হিসেবে মাত্র ১৩ মাস দায়িত্ব পালন করার পর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পদত্যাগ করেন।

কিন্তু কেন এই পদত্যাগের হিড়িক তা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ইসরো বা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নতুন নতুন বেসরকারি সংস্থা প্রবেশ করছে।

এই সংস্থাগুলো ইসরোর বিজ্ঞানীদের অনেক বেশি বেতনের চাকরি, পদোন্নতি এবং স্বাধীনতা দিতে চাইছে। সম্ভবত এ সবে প্রলুব্ধ হয়ে ইসরো ছাড়ছেন বড় বড় বিজ্ঞানী-রা।

পিক্সেল, ধ্রুব স্পেস, স্কাইরুট অ্যারোস্পেস, অগ্নিকূল কসমস এবং বেলাট্রিক্স অ্যারোস্পেসের মতো কোম্পানিগুলো এখন এই দৌড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অনেকের মত, বিজ্ঞানীরা চলে যেতে থাকায় গগনযানের মতো অভিযান পিছিয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই এবার হস্তক্ষেপ করেছে ভারতের কেন্দ্র সরকার।

বিজ্ঞানীদের চলে যাওয়ার পাশাপাশি সম্প্রতি বেশ কিছু অভিযানেও বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। সংস্থাটির অন্যতম প্রধান রকেট 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল' (পিএসএলভি) এক বছরের মধ্যে পরপর দুটি ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছে। জানুয়ারি মাসে ইওএস-এন১ স্যাটেলাইট নিয়ে যাওয়ার সময় 'পিএসএলভি-সি৬২' রকেটটি নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

এর আগে গত বছরের মে মাসে 'পিএসএলভি-সি৬১' রকেটটির অভিযান ব্যর্থ হলে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাডার স্যাটেলাইট ধ্বংস হয়ে যায়।

অবশ্য এই সাময়িক ধাক্কাগুলো কাটিয়ে উঠে ইসরো এখন তাদের আগামী বড় প্রকল্পগুলোতে মনোযোগ দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে গগনযান মিশন, যার লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে স্বাধীনভাবে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর গৌরব এনে দেওয়া। এছাড়া রয়েছে চাঁদের নমুনা সংগ্রহের জন্য 'চন্দ্রযান-৪', নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন 'ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন' (বিএএস) এবং মঙ্গল গ্রহ অভিযানের জন্য 'মঙ্গলযান-২' প্রকল্প।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসার নিয়ম কঠোর করল যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা সংক্রান্ত নিয়ম আরও কঠোর করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন নিয়মের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি না থাকলে বিদেশি শিক্ষার্থীরা চার বছরের বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারবেন না।

তাছাড়া একাডেমিক প্রোগ্রাম বদল এবং এক বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে স্থানান্তরের সুযোগও সীমিত করা হবে। এতদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোই শিক্ষার্থীদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বলেছে, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। ভিসার অপব্যবহার রোধ এবং নিয়মিত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করা এর উদ্দেশ্য। শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরস' নতুন নিয়মকে 'ভুল সিদ্ধান্ত' ও 'অপ্রয়োজনীয়' বলে সমালোচনা করেছে।

এতদিন এফ-১ শিক্ষার্থী ভিসা এবং জে-১ এক্সচেঞ্জ ভিসাধারীরা 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' নীতির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু নতুন নিয়মে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন বলেন, "দশকের পর দশক বিদেশি শিক্ষার্থীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে হাজারও মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে একের পর এক কোর্সে ভর্তি হয়ে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার করছে।"

যুক্তরাষ্ট্রে বেশির ভাগ স্নাতক ডিগ্রি শেষ করতে সাধারণত চার বছর লাগলেও পিএইচডি-সহ উচ্চতর পর্যায়ের অনেক কোর্স শেষ করতে এর চেয়ে বেশি সময় লেগে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশই গ্র্যাজুয়েশন পর্যায়ের কোর্সে পড়াশোনা করে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ভর্তি হয় তারা। এসব কোর্স শেষ করা এবং গবেষণার ফল প্রকাশ করতে সাধারণত বেশি সময় লাগে। তাছাড়া, গবেষণার জন্য তহবিল ঘাটতি বা ব্যক্তিগত নানা কারণেও অনেক শিক্ষার্থীর পড়াশোনা শেষ করতে অতিরিক্ত সময় লেগে যায়।

নতুন নিয়মে, পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর বিদেশি শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বা ভিসাকে অন্য ভিসায় পরিবর্তন করতে মাত্র ৩০ দিন সময় দেওয়া হবে। আগে এর জন্য ৬০ দিন সময় নির্ধারিত ছিল।

বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দিয়ে আসা অলাভজনক সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরস' (নাফসা) নতুন নিয়মের সমালোচনা করেছে।

এই নতুন নিয়ম যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমানো এবং অভিবাসন আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প প্রশাসনের বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ।

২০২০ সালের নির্বাচনে চীনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মূল্যায়নকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চীনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছেন ডনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ২৫ মিনিটের এক প্রাইম-টাইম ভাষণে ট্রাম্প এই দাবি করেন। সঙ্গে এ সংক্রান্ত কিছু 'গোপন নথিও' হাজির করেন। রয়টার্স লিখেছে, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে ভোটের নিরাপত্তা ঝুঁকিকে আলোচনার বিষয় বানানোর চেষ্টা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ভাষণে ট্রাম্প মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের 'সেইভ আমেরিকা অ্যাক্ট' নামের একটি নতুন নির্বাচনি বিল পাস করার জন্য চাপ দেন। ডেমোক্র্যাটদের তীব্র বিরোধিতার কারণে বিলটি বর্তমানে মার্কিন সেনেটে আটকে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোটার জালিয়াতির ঘটনা অত্যন্ত বিরল। তারপরও ওই বিলে ভোটারদের পরিচয়পত্র ও নাগরিকত্ব প্রমাণের বাধ্যবাধকতা রাখার কথা বলা হয়েছে।

ট্রাম্প তার ভাষণে দাবি করেন, যেসব নথি তিনি প্রকাশ করেছেন, তার মাধ্যমে মার্কিন নির্বাচনি ব্যবস্থার 'ভয়াবহ দুর্বলতা' সামনে আসবে। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, এসব নথির অনেকগুলোই মার্কিন নির্বাচনি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ইরান যুদ্ধ এবং জ্বালানির উচ্চ মূল্যের কারণে রাজনৈতিকভাবে কিছুটা চাপে আছেন ট্রাম্প। ভাষণের শুরুতে তিনি ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বড় জয়ের দাবি করেন। এরপর তিনি কর কাটছাঁট ও অভিবাসন কঠোর করার মত অভ্যন্তরীণ 'সাফল্যগুলো' তুলে ধরেন। ট্রাম্প অভিযোগ করেন, চীন অবৈধভাবে ২২ কোটি মার্কিন ভোটারের নাম ও ঠিকানাসহ সংবেদনশীল তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই তথ্য চেপে রেখেছিলেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তবে ২০২১ সালের একটি মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২০ সালের নির্বাচনে কোনো বিদেশি শক্তি ভোটার নিবন্ধন বা ফলাফলে হস্তক্ষেপ করার প্রমাণ তদন্তে মেলেনি। সেই প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছিল ট্রাম্পেরই তৎকালীন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফের অধীনে, যিনি বর্তমানে সিআইএ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুজন ব্যক্তি রয়টার্সকে বলেছেন, চীনের সংগৃহীত ভোটারের তথ্যগুলো আদতে গোপন ছিল না। এগুলো সাধারণ রাজনৈতিক পরামর্শকরা নিয়মিত কিনে থাকেন এবং এই তথ্য দিয়ে নির্বাচনী ফলাফল পাল্টানো সম্ভব নয়।

তবে ট্রাম্পের এমন কড়া বক্তব্যে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বরেই চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ চ্যাং ওই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "চীন কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। রয়টার্স/ইপসোস-এর সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও এখনো ৬৩ শতাংশ রিপাবলিকান সমর্থক বিশ্বাস করেন যে ২০২০ সালের নির্বাচনে কারচুপি হয়েছিল। ভাষণে ট্রাম্প আরও দাবি করেন, তার প্রশাসন মাত্র চারটি অঙ্গরাজ্যে ২ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি মানুষের ভোটার হওয়ার প্রমাণ পেয়েছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকই নয়। তবে তাদের মধ্যে কতজন আসলে ভোট দিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। রয়টার্স লিখেছে, ট্রাম্পের প্রকাশ করা নথিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সিআইএর একটি নথি যুক্তরাষ্ট্রের নয়, বরং ভেনেজুয়েলার নির্বাচন সম্পর্কিত। আরেকটি নথিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনি ফলাফল বড় পরিসরে কারচুপি করা অত্যন্ত কঠিন। সিআইএর তৃতীয় নথিতে বলা হয়েছে, চীনা গোয়েন্দারা বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারকে লক্ষ্য বানালেও, তখন নির্বাচনে গোপনে হস্তক্ষেপ করে ফলাফল পাল্টে উদ্দেশ্য বেইজিংয়ের ছিল না। ট্রাম্পের এই ভাষণকে সম্পূর্ণ 'ভুয়া' বলে আখ্যা দিয়েছেন সেনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্য মার্ক ওয়ার্নার। তিনি বলেন, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একমত যে চীন কোনো ভোট পরিবর্তনের চেষ্টা করেনি। বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই সামান্য। বিরোধীদের কাছ থেকে পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিতে ডেমোক্র্যাটদের মাত্র তিনটি আসন প্রয়োজন। ফলে ট্রাম্পকে তার দলের নেতারা অতীতের নির্বাচন ছেড়ে

উপসাগরীয় অঞ্চলের সব অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র বা বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালালে পশ্চিম এশিয়ায় থাকা ওয়াশিংটন ও তাদের মিত্রদের সব অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইরান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প গত মঙ্গলবারই ইরানের সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে হামলার যে হুমকি দিয়েছিলেন তার প্রতিক্রিয়াতেই ইরান এই কঠোর অবস্থান জানান দিয়েছে।

ইরান বলেছে, তাদের অবকাঠামোয় কোনও মার্কিন হামলা হলে তা ব্যাপকমাত্রার আঞ্চলিক ধ্বংস ডেকে আনবে। উপসাগরীয় অঞ্চলের সব অবকাঠামোকে হামলার নিশানা করবে ইরানের বাহিনী।

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল সেন্ট্রাল কমান্ড খাতাম আল-আম্বিয়ার মুখপাত্র ইব্রাহিম জুলফাকারি সতর্ক করে বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও হস্তক্ষেপ তারা বরদাশত করবে না। এটি তাদের 'অভেদ্য রেডলাইন'।

তিনি আরও বলেন, ট্রাম্প ইরানের অবকাঠামোগুলোতে হামলার হুমকি বাস্তবায়ন করলে পশ্চিম এশিয়ায় এতদিন অক্ষত থাকা সব জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে। ইরান সমান মাত্রায় জবাব দেবে না, বরং তাদের জবাব হবে ধ্বংসাত্মক ও শক্তিশালী। আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে এই প্রত্যাঘাত হবে আরও মারাত্মক, ব্যাপকভিত্তিক এবং আরও বিধ্বংসী। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পঞ্চম দিনের মতো পাল্টাপাল্টি হামলা চলতে থাকার মধ্যে ইরান এই হুমকি দিল।

ইরানের বন্দরগুলোর বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ ফের আরোপ করার পর বুধবার দেশটির উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ও ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলোর ওপর দুই ধাপে বড় ধরনের আক্রমণ চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর জবাবে প্রতিবেশী দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক স্থাপনায় পাল্টা আঘাত হেনেছে ইরান।

এবারের লড়াইকে ইরান নিজেদের 'অস্তিত্বের যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছে। দুপক্ষের মধ্যে বিদ্যমান একটি নড়বড়ে যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ার কয়েকদিনের মধ্যে সর্বশেষ এই উত্তেজনা বৃদ্ধির ঘটনাগুলো ঘটেছে, এতে ফের পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ট্রাম্প ইরানের অবকাঠামোগুলোতে হামলার হুমকি বাস্তবায়ন করলে পশ্চিম এশিয়ায় এতদিন অক্ষত থাকা সব জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে। ইরান সমান মাত্রায় জবাব দেবে না, বরং তাদের জবাব হবে ধ্বংসাত্মক ও শক্তিশালী। আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে এই প্রত্যাঘাত হবে আরও মারাত্মক, ব্যাপকভিত্তিক এবং আরও বিধ্বংসী। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পঞ্চম দিনের মতো পাল্টাপাল্টি হামলা চলতে থাকার মধ্যে ইরান এই হুমকি দিল।

লোহিত সাগরের তেলপথ বন্ধে ইয়েমেনের হুতিদের নির্দেশ দিল ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে হামলা চালালে লোহিত সাগরের তেল পরিবহন পথ বন্ধ করে দিতে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইরান। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বৃহস্পতিবার এ খবর জানিয়েছে তিন সূত্র। ইরানের এই নির্দেশ বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় ধরনের এক নতুন হুমকি সৃষ্টি করেছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ইয়েমেনে তাদের হুতি মিত্রদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুজন জ্যেষ্ঠ ইরানি সূত্র এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আঞ্চলিক এক সূত্র একথা নিশ্চিত করেছে। এর সূত্ররা জানায়, তেহরানের ওই অনুরোধের কথা সম্প্রতি হুতিদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে কোনও সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। তবে এই নির্দেশ ঠিক কীভাবে পাঠানো হয়েছে এবং মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিদ্যুৎ অবকাঠামোয় হামলা চালানোর যে হুমকি দিয়েছিলেন, তারপরই এই বার্তা দেওয়া হয়েছে কি না সে বিষয়ে সূত্রগুলো সুনির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলেও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এবং হুতি গোষ্ঠীর মুখপাত্রের তাৎক্ষণিক কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হুথিদের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছে, ইয়েমেনের পাহাড়ি অঞ্চল হোদাইদাহ ও এডেন উপসাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং লোহিত সাগরের প্রবেশদ্বার 'বাব আল-মান্দেব' প্রণালির কাছে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মোতায়েন করেছে হুতিরা। ওই পথে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানোর সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে গোষ্ঠীটি। বর্তমানে তারা ইরানের কাছ থেকে কেবল হামলা চালানোর জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

লোহিত সাগর এবং সেখানকার বাব আল-মান্দেব প্রণালির প্রবেশদ্বারে যে কোনও অস্থিরতা বিশ্বজুড়ে চলমান জ্বালানি সংকট বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। ইরানের হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই এই বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট শুরু হয়েছিল। আর এখন নতুন এই হুমকি দুই পক্ষের মধ্যকার সংঘাতের ভয়াবহ ঝুঁকিকে আবারও সামনে এনেছে। বর্তমানে হরমুজ প্রণালি বন্ধ। তার ওপর লোহিত সাগরে জাহাজে কিংবা বন্দরগুলোতে হুতিরা হামলা চালালে পশ্চিম এশিয়ার প্রধান দুটি তেল রপ্তানি পথ একসঙ্গে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

বেসামরিক অবকাঠামোতে আঘাতের দাবি তেহরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইরানের ওপর টানা ষষ্ঠ রাতের মত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই দেশের চলমান লড়াইয়ের মাঝে এই হামলা চালানো হল।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলছে, ইরানের সামরিক সক্ষমতা আরও দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্যেই তারা এই অভিযান চালাচ্ছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলো হরমুজ প্রণালির কাছাকাছি কেশম দ্বীপ, বন্দর আব্বাস এবং বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় আঘাত হেনেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, এবার হরমুজগান প্রদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতেও হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে বন্দর আব্বাসের পশ্চিমে অবস্থিত একটি সেতুতে হামলার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছে বিবিসি।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন, ইরান আলোচনায় না ফিরলে তাদের সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে হামলা চালানো হবে। এর আগে এপ্রিলে ট্রাম্প যখন ইরানের সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বেসামরিক অবকাঠামোতে বোমা হামলার কথা বলেছিলেন, তখন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিক বা বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালানো ১৯৪৯ সালের জেনিভা কনভেনশন অনুযায়ী 'যুদ্ধাপরাধ'।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পাশাপাশি মঙ্গলবার রাত থেকে ইরানি বন্দরগুলোর ওপর নতুন করে নৌ-অবরোধ আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

সেন্টকম জানিয়েছে, এই অবরোধের অংশ হিসেবে ওমান উপসাগরে একটি তেলের ট্যাংকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে মার্কিন মেরিন সেনারা। এছাড়া অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করা তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজের গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে ১৩ এপ্রিল থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত প্রথম দফার অবরোধে মার্কিন বাহিনী ইরানের ৯টি জাহাজ অচল করে দিয়েছিল এবং ১৪০টির বেশি জাহাজের পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিল।

নতুন করে শুরু হওয়া এই বৈরীতা দুই দেশের মধ্যে চলমান যুদ্ধ অবসানের প্রাথমিক চুক্তিটিকে আরও বড় সংকটের মুখে ফেলেছে। এই সংঘাতের মধ্যেও হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বৃহস্পতিবার বলেছেন, ট্রাম্প এখনো ইরানের সঙ্গে কূটনীতির পথ খোলা রেখেছেন।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দেওয়া কথা থেকে ইরান যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, প্রেসিডেন্ট তখন তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনবেন। তবে একই সঙ্গে তিনি কূটনীতির পথও সবসময় খোলা রাখেন।" লেভিট দাবি করেন, ইরান এখনো একটি চুক্তি করতে চায় এবং মার্কিন প্রশাসন তাদের সঙ্গে কথা বলছে। তবে হরমুজ প্রণালিতে কোনো জাহাজে হামলা চালালে ট্রাম্প ইরানকে কোনো ছাড় দেবেন না এবং তাদের এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার জবাবে তেহরান ওই জলপথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় হরমুজ প্রণালি দিয়ে সব ধরনের জাহাজ চলাচল বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবার তেহরান দাবি করে, তারা জর্ডান, কুয়েত ও বাহরাইনে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। এর জবাবে মার্কিন বাহিনীও প্রণালির একাধিক স্থানে টানা ৬ ঘণ্টা ধরে ব্যাপক হামলা চালায়। এর আগে ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেন, তাদের সমঝে চলতে হবে। আলোচনায় না ফিরলে আরও সামরিক হামলার মুখে পড়তে হবে। ট্রাম্পের ওই হুমকির পরই মূলত দুই দেশের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে।

এদিকে ইরানের প্রধান আলোচক মোহাম্মদ বাকের কলিবফ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দেশের স্বার্থ রক্ষা না হলে কোনো চুক্তি মানবে না তেহরান। তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালিতে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপরই ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা নির্ভর করে। এদিকে রণক্ষেত্রের বাইরে দুই দেশের মধ্যে মার্কিন বন্দি মুক্তি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বুধবার ট্রুথ সোশ্যালে এ বিষয়ে ইরানের প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আটক মার্কিন নাগরিক ডেনা কারারিকে মুক্তি দেওয়াকে তিনি 'সদিচ্ছার নিদর্শন' বলে বর্ণনা করেন। কারারির আইনজীবী জ্যারেড গেনসারও বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পথে রয়েছেন। তবে এর পরদিনই ইরানের বিচার বিভাগ ওই দাবি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে বলে, তাদের কারাগার থেকে কোনো মার্কিন বন্দিকে মুক্তি বা বিনিময় করা হয়নি।

বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নদের জন্য এবার থাকবে বিশেষ আংটি

স্পোর্টস ডেস্ক

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে শুধু ট্রফি জয়ের লড়াই নয়, অপেক্ষা করছে আরও একটি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যকার ফাইনালের বিজয়ী দল প্রথমবারের মতো ফিফার পক্ষ থেকে পাবে বিশেষ কমেমোরেটিভ চ্যাম্পিয়নশিপ রিং। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এর আগে কোনো চ্যাম্পিয়ন দলকে এমন সম্মান দেওয়া হয়নি। এই উদ্যোগটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত। সেখানে এনএফএল, এনবিএ, এমএলবি ও এনএইচএলের মতো বড় লিগে প্রতি মৌসুমের চ্যাম্পিয়নদের স্মারক রিং প্রদান করা হয়। এবার সেই ঐতিহ্যই বিশ্বকাপে নিয়ে এসেছে ফিফা। ফিফার তথ্য অনুযায়ী, মোট ২,০২৬টি সীমিত সংস্করণের রিং তৈরি করা হয়েছে, যা ২০২৬ বিশ্বকাপকে স্মরণীয় করে রাখতেই বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি রিংয়ের আলাদা সিরিয়াল নম্বর থাকবে। এর মধ্যে ৩০টি রিং দেওয়া হবে চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের। বাকি ১,৯৯৬টি রিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিক্রি করবে ফিফা। তবে এই রিংগুলোর দাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

রিংয়ের এক পাশে থাকবে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির প্রতিকৃতি, আর অন্য পাশে থাকবে চ্যাম্পিয়ন দলের পরিচয় অনুযায়ী বিশেষ নকশা। প্রতিটি রিং আলাদাভাবে তৈরি করা হবে এবং এর সঙ্গে থাকবে অথেনটিসিটির (সত্যতা) সনদ। ফাইনাল শেষ হওয়ার পরপরই বিজয়ী দলের অধিনায়ক ও প্রধান কোচকে প্রতীকী বা অস্থায়ী রিং পরিয়ে বিজয় উদযাপন করা হবে। পরে ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করা ৩০টি কাস্টমাইজড রিং আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যদের হাতে তুলে দেবে ফিফা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া জগতে সুপার বোল (এনএফএল), এনবিএ ফাইনাল, এমএলবির ওয়ার্ল্ড সিরিজ এবং এনএইচএলের স্ট্যানলি কাপ জয়ী দলগুলোর জন্য চ্যাম্পিয়নশিপ রিং প্রদান বহু বছরের ঐতিহ্য। এবার সেই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় যুক্ত হলো ফিফা বিশ্বকাপও।

ফিফার তথ্য অনুযায়ী, মোট ২,০২৬টি সীমিত সংস্করণের রিং তৈরি করা হয়েছে, যা ২০২৬ বিশ্বকাপকে স্মরণীয় করে রাখতেই বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি রিংয়ের আলাদা সিরিয়াল নম্বর থাকবে। এর মধ্যে ৩০টি রিং দেওয়া হবে চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের। বাকি ১,৯৯৬টি রিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিক্রি করবে ফিফা। তবে এই রিংগুলোর দাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি। রিংয়ের এক পাশে থাকবে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির প্রতিকৃতি, আর অন্য পাশে থাকবে চ্যাম্পিয়ন দলের পরিচয় অনুযায়ী বিশেষ নকশা। প্রতিটি রিং আলাদাভাবে তৈরি করা হবে এবং এর সঙ্গে থাকবে অথেনটিসিটির (সত্যতা) সনদ। ফাইনাল শেষ হওয়ার পরপরই বিজয়ী দলের অধিনায়ক ও প্রধান কোচকে প্রতীকী বা অস্থায়ী রিং পরিয়ে বিজয় উদযাপন করা হবে। পরে ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করা ৩০টি কাস্টমাইজড রিং আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যদের হাতে তুলে দেবে ফিফা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া জগতে সুপার বোল (এনএফএল), এনবিএ ফাইনাল, এমএলবির ওয়ার্ল্ড সিরিজ এবং এনএইচএলের স্ট্যানলি কাপ জয়ী দলগুলোর জন্য চ্যাম্পিয়নশিপ রিং প্রদান বহু বছরের ঐতিহ্য।

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচের গোল কি গোল্ডেন বুটে যোগ হবে?

স্পোর্টস ডেস্ক

বিশ্বকাপ শেষ হতে আর দুটি ম্যাচ বাকি। আগামী রোববার আর্জেন্টিনা ও স্পেন মুখোমুখি হবে ফাইনালে। তার আগের দিন হবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ, মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। এই ম্যাচকে মোটেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন না কোচ থমাস টুখেল। আর্জেন্টিনার কাছে হেরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কোনো খেলোয়াড়ই এই ম্যাচ খেলতে চায় না, ফ্রান্সের খেলোয়াড়রাও চায় না। সবাই ফাইনাল খেলতে চেয়েছিল।'

ম্যাচটি নিয়ে ইংল্যান্ড কোচের আগ্রহ না থাকলেও এটি গুরুত্ব অন্য কারণে। গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে এই ম্যাচের গোলও যোগ হবে। আর বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে ভালোভাবে টিকে আছেন দুই দলের চার খেলোয়াড় কিলিয়ান এমবাপে, হ্যারি কেইন, জুড বেলিংহাম ও উসমান দেম্বেলে।

এমবাপে মেসির সমান আট গোল করে যৌথভাবে শীর্ষে। ফরাসি তারকার চেয়ে একটি বেশি অ্যাসিস্ট করে অবশ্য এগিয়ে আছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। সাত গোল করে দ্বিতীয় স্থানে আর্লিং হালান্ড। তার দল নরওয়ে ছিটকে যাওয়ায় ম্যানসিটি স্ট্রাইকারের জেতার কোনো সুযোগ নেই।

ইংল্যান্ডের বেলিংহাম ও কেন দুজনেই ছয়টি করে গোল নিয়ে তিনে। ফ্রান্সের উইঙ্গার দেম্বেলে ও স্পেন স্ট্রাইকার মিকেল ওয়ারসাবাল পাঁচটি করে গোল করেছেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এই ম্যাচে কতটা শক্তিশালী দল নামান, তার ওপর ভিত্তি করে গোল্ডেন বুটের নিষ্পত্তি হতে পারে।

২০১৮ সালে একই ম্যাচে ইংল্যান্ড যখন বেলজিয়ামের মুখোমুখি হয়েছিল, তখন থ্রি লায়ন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট সেমিফাইনালে খেলা দল থেকে পাঁচটি পরিবর্তন এনেছিলেন। টুর্নামেন্টের গোল্ডেন বুট জয়ী কেইন ম্যাচ শুরু করলেও গোল করেননি।

বিশ্বকাপ শেষ হতে আর দুটি ম্যাচ বাকি। আগামী রোববার আর্জেন্টিনা ও স্পেন মুখোমুখি হবে ফাইনালে।

তার আগের দিন হবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ, মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। এই ম্যাচকে মোটেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন না কোচ থমাস টুখেল। আর্জেন্টিনার কাছে হেরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কোনো খেলোয়াড়ই এই ম্যাচ খেলতে চায় না, ফ্রান্সের খেলোয়াড়রাও চায় না। সবাই ফাইনাল খেলতে চেয়েছিল।'

ম্যাচটি নিয়ে ইংল্যান্ড কোচের আগ্রহ না থাকলেও এটি গুরুত্ব অন্য কারণে। গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে এই ম্যাচের গোলও যোগ হবে। আর বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে ভালোভাবে টিকে আছেন দুই দলের চার খেলোয়াড় কিলিয়ান এমবাপে, হ্যারি কেইন, জুড বেলিংহাম ও উসমান দেম্বেলে।

পোল্যান্ডের গ্রেগর লাতো (১৯৭৪), পর্তুগালের ইউসেবিও (১৯৬৬) ও ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন (১৯৫৮) পুরস্কারটি জিতেছিলেন এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে একই বছর গোল করেছিলেন। তবে ওই ম্যাচে গোল না করতে না পারলেও তাদের হাতেই উঠত গোল্ডেন বুট।

গোল্ডেন বুটের লড়াই

লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা - আট গোল, চারটি অ্যাসিস্ট)
কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স - আট গোল, তিনটি অ্যাসিস্ট)
আর্লিং হালান্ড (নরওয়ে - সাত গোল)
জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড - ছয় গোল, একটি অ্যাসিস্ট)
হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড - ছয় গোল, একটি অ্যাসিস্ট)
উসমান দেম্বেলে (ফ্রান্স - পাঁচ গোল, দুটি অ্যাসিস্ট)
মিকেল ওয়ারসাবাল (স্পেন - পাঁচ গোল, একটি অ্যাসিস্ট)।

রেফারি সঠিক দায়িত্ব পালন করলে স্পেনই বিশ্বকাপ জিতবে

স্পোর্টস ডেস্ক

বিশ্বকাপ ফাইনালে একদিকে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা, অন্যদিকে স্পেন। এমন মহারণের আগে ফুটবল বিশ্বের অনেকেই নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেও, বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ফাইনালে তার সমর্থন থাকবে স্পেনের পক্ষেই। নিউইয়র্কের বিখ্যাত ফিফথ অ্যাভিনিউতে স্প্যানিশ গণমাধ্যম 'এল পার্তিদাজো দে কোপে'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লাপোর্তা বলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমি স্পেনের সঙ্গেই আছি। শুধু সমর্থনই নয়, স্পেনকেই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবেও দেখছেন বার্সেলোনা সভাপতি, 'আমার বিশ্বাস, স্প্যানিশ জাতীয় দলই জিতবে। আমাদের দল ভালো। আর যদি রেফারি সঠিক ও দৃঢ়?ভাবে ম্যাচ পরিচালনা করেন, তাহলে স্পেনের জয়ের সম্ভাবনা আরও বেশি থাকবে। তবে রেফারিকে অবশ্যই নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লাপোর্তার এই মন্তব্য ইতোমধ্যেই ফুটবল অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, বার্সেলোনার ইতিহাসে লিওনেল মেসি সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় এবং ক্লাবটির সবচেয়ে বড় কিংবদন্তিদের একজন। তবুও জাতীয় দলের প্রশ্নে নিজের দেশের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে অবশ্য একটি মজার মুহূর্তও তৈরি হয়। উপস্থাপক হুয়ানমা কাস্তানিও লাপোর্তার পরা সাদা ব্লেজারের প্রসঙ্গ তুললে তিনি হেসে সংশোধন করে বলেন, 'এটা সাদা নয়, আইভরি রঙের। রোববারের বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বার্সা সভাপতি এখন অপেক্ষায় আছেন, তার ভবিষ্যদ্বাণী মাঠে কতটা সত্যি হয় তা দেখার জন্য। লাপোর্তার এই মন্তব্য ইতোমধ্যেই ফুটবল অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, বার্সেলোনার ইতিহাসে লিওনেল মেসি সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় এবং ক্লাবটির সবচেয়ে বড় কিংবদন্তিদের একজন। তবুও জাতীয় দলের প্রশ্নে নিজের দেশের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন ।

হাজার ছক্কায় গেইলের পর পোলার্ড

স্পোর্টস ডেস্ক

সৌরাভ নেত্রাভাল্কারের বলে ছক্কায় ১৭ বলে ফিফটি স্পর্শ করলেন কাইরন পোলার্ড। ওই ছক্কায় বড় আরেকটি মাইলফলকেও পৌঁছে গেলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১ হাজার ছক্কা পূর্ণ হলো তার ওই শটেই। মেজর লিগ ক্রিকেটের এলিমিনেটর ম্যাচে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের বিপক্ষে ২৫ বলে ৬৪ রানের ইনিংসের পথে আটটি ছক্কা মারেন পোলার্ড। এর সপ্তমটিতে পৌঁছে যান হাজার ছক্কার সীমানায়।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এতদিন এই কীর্তি ছিল একজনেরই এবং তার নামটি সহজেই অনুমেয়। ১ হাজার ৫৬ ছক্কায় ক্যারিয়ার শেষ করেছেন 'ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইল।

ইনিংসপ্রতি ছক্কার হারে অবশ্য দুজনের তুলনাই চলে না। গেইলের ১ হাজার ৫৬ ছক্কা এসেছে ৪৫৫ ইনিংসে। পোলার্ড হাজার ছুঁলেন ৬৬৩ ইনিংসে।

কিছুদিন আগে গেইলকে ছাড়িয়েই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন পোলার্ড। এই ৩৯ বছর বয়সেও যেভাবে উত্তাল তার ব্যাট, তাতে ছক্কাতেও শীর্ষে উঠতে সময় হয়তো খুব বেশি লাগবে না। এই মেজর লিগ ক্রিকেটেই সেঞ্চুরি করেছেন, ফিফটি করেছেন ৩টি। ৩২১ রান করেছেন ৪০.১২ গড় ও ১৫৩.৫৮ স্ট্রাইক রেটে।

কুসংস্কার মেনে ফাইনালে মাঠে থাকবেন না আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক

আর্জেন্টিনা যদি বিশ্বকাপ জেতে, তবে তা তিনি টেলিভিশনের সামনেই দেখতে চান। তাই স্পেনের বিপক্ষে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত থাকছেন না দেশটির প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলেই। কারণ, তার বিশ্বাস-এবারের পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে যে 'সৌভাগ্যের রুটিন' অনুসরণ করে এসেছেন, সেটি ভাঙা যাবে না।

রেডিও এল অবজারভাদর-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাইলেই বলেন, 'কোনো অবস্থাতেই আমি আমার সৌভাগ্যের রুটিন ভাঙব না। শুরু থেকে যেভাবে ম্যাচগুলো দেখেছি, ফাইনালও সেভাবেই দেখব।'

মাইলেই জানান, আর্জেন্টিনার টুর্নামেন্টের সাতটি ম্যাচই তিনি বুয়েনস আইরেসের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন অলিভোস থেকে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ম্যাচে তিনি রাষ্ট্রীয় জ্বালানি প্রতিষ্ঠান ওয়াইপিএফের একই জ্যাকেটও পরেছেন। তার বিশ্বাস, এই অভ্যাসই দলের জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছে।

আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্কৃতিতে এমন কুসংস্কার বা 'কাবালা' বেশ পরিচিত। সমর্থক থেকে শুরু করে খেলোয়াড়-অনেকেই নির্দিষ্ট পোশাক পরা, একই জায়গায় বসে খেলা দেখা কিংবা একই রুটিন অনুসরণ করাকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করেন। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী কোচ কার্লোস বিলার্দোও নানা ধরনের কুসংস্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমান কোচ লিওনেল স্কালোনিও স্বীকার করেছেন, মাঠে নামার সময় তিনি ডান পা আগে ফেলেন এবং ক্রস চিহ্ন আঁকেন।

এদিকে, বিশ্বকাপের ফাইনালে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর। তবে মাইলেই সেখান থেকে দূরে থেকেই নিজের 'সৌভাগ্যের রীতি' বজায় রাখতে চান।

ক্লাসরুমে নয়, ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে মুখোমুখি গুরু-শিষ্য

স্পোর্টস ডেস্ক

গুরুর দীক্ষা দিয়ে গুরুকে বধ করবেন লিওনেল স্কালোনি! নাকি শিষ্যের কাছে গোপন রাখা কৌশল দিয়ে শিষ্যকে বশীভূত করবেন লুইস দে লা ফুয়েন্তে! এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা-স্পেন ম্যাচের উত্তেজনার মাঝে 'টক অব দ্য টুর্নামেন্ট' গুরু-শিষ্যের লড়াই। ইংল্যান্ডকে আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালে হারানোর পর রয়টার্স লিখেছে, 'ফ্রান্সকে হারালো স্পেন এবং আর্জেন্টিনা পরাজিত করল ইংল্যান্ডকে। ফাইনালে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্ব ও দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন মুখোমুখি হচ্ছে। আর বিপরীত বেঞ্চে থাকবেন সাবেক শিক্ষক ও ছাত্র। মর্যাদা আর খ্যাতির দিক দিয়ে দুই দলের ফাইনাল ইতোমধ্যে নজর কেড়েছে। রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।

তবে দুই কোচের বিশেষ বন্ধন সেই মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমিফাইনালের পর দে লা ফুয়েন্তে জানান, তিনি ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হতে চান। কেন, আর্জেন্টিনাকে দুর্বল মনে করছেন বলে? না, স্কালোনির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই তার এমন চাওয়া। সম্ভবত দেখতে চান, শিষ্য তার কাছ থেকে কী শিক্ষা পেয়েছেন।

দে লা ফুয়েন্তে অবশ্য আগেই স্কালোনিকে বিশেষ আসনে রেখেছেন। সাবেক শিক্ষার্থীকে তিনি 'মায়েস্ত্রো' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকায় শিরোপা জয়ে নেতৃত্ব দেওয়ায় স্কালোনিকে নিয়ে প্রশংসায় কার্পণ্য করেননি তিনি।

ফকল্যান্ড ব্যানার বিতর্ক

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফিফার তদন্ত শুরু

স্পোর্টস ডেস্ক

ফুটবলের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আটলান্টায় ইংল্যান্ডকে হারানোর পর আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের প্রদর্শিত বিতর্কিত একটি ব্যানার নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ব্যানারটিতে বিতর্কিত ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়, যা কয়েক দশক আগে যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধের কারণ দাঁড়িয়েছিল।

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ সরকার ব্যানারটিকে 'অসংবেদনশীল' আখ্যা দেওয়ার পরই ফিফা তদন্ত শুরু করে।

ম্যাচের শেষের বাঁশি বাজার পর ২-১ গোলে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের জয় উদযাপনের সময় আর্জেন্টিনার কয়েকজন খেলোয়াড় একটি ব্যানার প্রদর্শন করেন। সেখানে লেখা ছিল, 'লাস মালভিনাস আর্জেন্টিনার' (ফকল্যান্ড আর্জেন্টিনার)।

চলমান বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বারের মতো আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা এই বিতর্কিত বিষয়টি সামনে আনলেন। এর আগে শেষ ষোলোতে মিসরকে ৩-২ গোলে হারানোর পরও তারা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে একটি স্লোগান গেয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র মিরর জানিয়েছে, ব্যানারটি যুক্তরাজ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেকের মতে, এটি ১৯৮২ সালের ফকল্যান্ড যুদ্ধে নিহত ২৫৫ জন ব্রিটিশ সেনাসদস্যের প্রতি অসম্মানজনক। বৃহস্পতিবার সকালে যুক্তরাজ্য সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিশ্বকাপ হয়তো আমাদের নয়, কিন্তু ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ অবশ্যই আমাদের।'

লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলের নেতা এড ডেভি দাবি করেছেন, যারা এই ব্যানার নিয়ে উদযাপন করেছেন, তাদের যেন রোববার স্পেনের বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে না দেওয়া হয়। মিরর-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ সরকারও এ বিষয়ে ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে।

বিতর্কের জবাবে ফিফা জানিয়েছে, 'প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, ফিফার স্বাধীন শৃঙ্খলা কমিটি বর্তমানে ম্যাচ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।'

১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ১০ সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধ হয়। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ দুটি বর্তমানে ব্রিটিশ বিদেশি অঞ্চল হিসেবে পরিচালিত হলেও আর্জেন্টিনা এগুলোকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে। আর্জেন্টিনা দ্বীপপুঞ্জে সামরিক অভিযান চালানোর মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা হয়। ৭৪ দিন পর আর্জেন্টিনা আত্মসমর্পণ করলে দ্বীপপুঞ্জ আবারও ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে ফিরে যায়।

ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ১৯৮২ সালে এই দ্বীপকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে ৭৪ দিনের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে ৬৫৫ জন আর্জেন্টাইন সেনা, ২৫৫ জন ব্রিটিশ সেনা এবং দ্বীপপুঞ্জের তিন বাসিন্দা নিহত হন। এবার মাঠে সেই ইস্যু নিয়ে ফের বার্তা দিল আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা।

আন্তর্জাতিক ম্যাচে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত কোনো বার্তা প্রদর্শনের বিষয়ে কঠোর অবস্থানে রয়েছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। নিয়ম অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের পোশাক, সরঞ্জাম বা উদযাপনের অংশ হিসেবে এ ধরনের কোনো স্লোগান, বার্তা বা প্রতীক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ফিফার নিয়মে বলা আছে, এমন কোনো ঘটনা ঘটলে খেলোয়াড়, দল কিংবা সংশ্লিষ্ট জাতীয় ফুটবল সংস্থাকে শাস্তি দিতে পারে প্রতিযোগিতা আয়োজক বা ফিফা।

এর আগে ২০১৪ সালে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচের আগে একই বার্তা লেখা ব্যানার প্রদর্শন করায় আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেছিল ফিফা। এবারের ঘটনায় ফিফা কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

ভারতীয় পেসারকে সতর্ক করল আইসিসি

স্পোর্টস ডেস্ক

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে আইসিসির আচরণবিধি ভাঙার দায়ে গুরনুর ব্রারকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে ভারতীয় পেসারের নামের পাশে। ২৪ মাসের মধ্যে এটাই তার প্রথম অপরাধ।

আইসিসি বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আচরণবিধির ২.৯ ধারা ভেঙেছেন ব্রার। যেখানে বলা হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড়ের দিকে বা তার কাছাকাছি অনুপযুক্ত কিংবা বিপজ্জনকভাবে বল ছোড়ার' কথা।

এজবাস্টনে বুধবার টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ডের ইনিংসের অষ্টম ওভারে ঘটে ওই কাণ্ড। ওভারের প্রথম চার বলে ১১ রান দেন ব্রার। ওই সময়ে তাকে একটি করে ছক্কা ও চার মারেন বেন ডাকেট। এতে বোধহয় কিছুটা মেজাজ হারান ব্রার। পঞ্চম ডেলিভারিতে সোজা ব্যাটে খেলেন ইংলিশ ওপেনার ডাকেট। বল ধরে ব্যাটসম্যানের দিকে থ্রো করেন ব্রার। অল্পের জন্য তা ডাকেটের গায়ে লাগেনি। ওভারের শেষ বলে ভারতীয় বোলারকে আরেকটি ছক্কায় ওড়ান ডাকেট।

নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে ম্যাচ রেফারির শাস্তি মেনে নেন ২৬ বছর বয়সী ব্রার। ফলে, আনুষ্ঠানিক কোনো শুনানির প্রয়োজন হয়নি। সেটাই ছিল ব্রার প্রথম ওভার, যেখানে ১৭ রান দেন তিনি। পরের ওভারে তাকে দুটি চার মারেন ডাকেট। বাজে শুরুর পর নিজের চতুর্থ ওভারে জোড়া শিকার ধরেন ব্রার; বিদায় করেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার ডাকেট ও জেকব বেথেলকে।

ম্যাচে নিজের শেষ ওভারটি করতে পারেননি ব্রার। ৪৮তম ওভারে বোলিং করতে এসে পায়ের পেশির চোটে মাঠ ছাড়েন তিনি।